মাটি ছুঁয়ে বেঁচে আছি
দীপংকর চক্রবর্তী

তোমাদের চোখে সেই খরস্রোতা নদী নেই, যেন শান্ত গঙ্গার মোহনা
তোমাদের বুকে বুকে খেলা করে দিব্য এক পরিপাটি শান্ত ঘর, বড়ো চেনাশোনা
নাটার পাতার মতো চোখ তুলে চলে যাও, স্মৃতি যেন কাঁঠালের ভুতি
তোমাদের বুকে নেই কুমোরের ভাঁটি আর, পারো না বানাতে
আশ্চর্য হৃদয় সেই, যার প্রতি কোণে কোণে অফুরন্ত প্রেম।
মাটি ছুঁয়ে বেঁচে আছি। আহা, সেই শিশু হতে যৌবন অবধি আমি ধুলো ছড়ালেম
সব যদি কেড়ে নেয় দুশ্চরিত্র বাতাসেরা, দাঁড়াব কোথায়–
এল না জীবনজুড়ে বসন্তের কোনো দোলা, খুন হয়ে যায়।

কাটাতে হবেই আজ হেমন্তের দ্বারপ্রান্তে, ফেলে কোথা যাবি
ধূতরোর ফল গিলে মৃত্যুঝাঁপ দিবি কেন সময়ের কুপে
ঢোলকলমীর পাতা সীমানা জুড়ে আছে, নেই শালবন
বিশ্বস্ত ভাবনাগুলো উঁকি মারে ইতস্তত চক্ষুদান পাতার মতন
ফুটবে না বাগান জুড়ে টগর মল্লিকা আর ঝুমকোজবা ফুল
নারকেল ছোবড়া জ্বেলে সন্ধ্যারতি দিতে হবে, দিতে হবে আমাদের অনেক মাশুল।

সারারাত সারাদিন অফুরন্ত ঘাম ঢেলে গুণ টেনে নিয়ে যাচ্ছি খড়বোঝাই দশাসই নাও।
সারারাত জেগে জেগে সহ্যশীলা তরুলতা কী-প্রশ্নে নিজেকে সাজাও
বাঘা রুই ঘাই মারে স্মৃতিময় অভিজ্ঞতাগুলি
জাল ছিঁড়ে চলে যায় আতঙ্কিত মুহূর্ত কেবল
পারিনা ফোটাতে কেউ ভিজিয়ে রুক্ষমাটি স্নিগ্ধ পুষ্পদল।
তোমাদের চোখে কবে খরস্রোতা নদী ঢেউ জন্ম নিয়ে মাতন ছড়াবে?
ছায়াসুনিবিড় শান্তি মরেছে, ঐ জ্বলছে বসত, স্মৃতি
মধুমতী ডিঙা নেই, কল্পনার বৈঠা ঘরে কে কে আছ পারাপার হবে?
তেঁতুলের গাছ ধরে কৃষ্ণাচতুর্দশী।
দেবে কি তোমরা কেউ আমার হারানো প্রেম, আশ্চর্য হৃদয়?
মাটি ছুঁয়ে বেঁচে আছি, মাটি ছুঁয়ে থাকব আমি মৃত্যুর সময়।

দিন এসে গেছে
কৃষ্ণ ধর

এক লাফ মেরে ওঠে মগডালে
হাঁক দেয় জোরে-কার জিৎ?
জেনে গেছে পাড়া হিম্মত তার
ভেবে বলো কথা মার্জিত।

এপাড়া ওপাড়া বেপাড়াও জান
চোখ মেলে দেখ দিন কার
জয় ভেঁপু বাজে সবাকার মুখে
জিৎ কার? বল জিৎ কার?

বুড়ো বটতলা পেয়ে গেছে আঁচ
জেনেছে ছেলেতে বুড়োতে
অই আসে ঝড়, চল ঘরে চল
বেলা না ফুরোতে ফুরোতে।

ডেকে বলে দে ঘাটের মাঝিকে
করোনা এবেলা পারাপার
বড় ডর লাগে বিজলি চমকে
দেয়া গর্জায় - দিন কার।